

47694 - কসমটেকি সার্জারি করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি নাকের কসমটেকি সার্জারি ব্যাপারে জানতে চাই; স্টেকি হারাম? বিশেষতঃ যদি এটি মানসিকভাবে আমাকে পরেশান করে এবং আমার জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া ডাক্তাররোও বলছে যে, এটি প্রয়োজন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কসমটেকি সার্জারি দুইভাগে বিভক্ত:

১। জরুরী কসমটেকি সার্জারি: স্টেকি এমন সার্জারি যা কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয়। যে ত্রুটি কোন রোগের কারণে কথিবা যানবাহন, আগুন ঘটতি বা অন্য কোন দুর্ঘটনার কারণে। কথিবা সৃষ্টগিত কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয়; যে ত্রুটি নিয়ে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে। যমেন অতিরিক্ত আঙুলটিকটে ফলো কথিবা জোড়ালাগা দুটো আঙুলকে জোড়ামুক্ত করা, ইত্যাদি।

এ ধরণের সার্জারি জায়েয। সুন্নাহতে এমন কিছু দলিল এসছে যে এরা সপক্ষে প্রমাণ বহন করে:

ক. আরফাজা বনি আসআদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জাহলৌ যামানায় কুলাবেরে দনি (জাহলৌ যামানায় যাই দনি সখোনে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল) তার নাকটিকটা পড়ছিল। তখন তিনি একটি রূপার নাক গ্রহণ করেছিলেন। এতে করে স্টেকিতে দুর্গন্ধ হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি স্বর্ণের নাক গ্রহণ করার নব্বিশে দনে।[সুন্নাতে তরিমযি (১৭৭০), সুন্নাতে আবু দাউদ (৪২৩২) ও সুন্নাতে নাসাঈ (৫১৬১); শাইখ আলবানী 'ইরওয়াউল গালিলি' গ্রন্থে (৮২৪) হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন]

খ. আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনছি যে, তিনি সটৌন্দর্য্যের জন্য চোখেরে ভ্রু-সরুকারনী ও দাঁতকে সরুকারনী নারীদরেক লানত করেছেন; তথা যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরবিরতন করে।”[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম নববী বলেন:

হাদসি উদ্ধৃত: “সতৌন্দর্য্যের জন্য দাঁতকে সরুকারানী” এ কথার মর্ম হচ্ছে- সতৌন্দর্য্য লাভে তারা এটাকিরে। এ কথার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, হারাম হলো: সতৌন্দর্য্যের নমিত্তি কৃত কর্মটি। আর যদি চিকিৎসার জন্য কথিবা দাঁতের কোন ত্রুটির কারণে এর প্রয়োজন হয় তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।[সমাপ্ত]

২। শোভাবর্ধক কসমটেকি সার্জারি: এটি হলো সার্জারিকারীর চোখে নজিরে অবয়বের সতৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা। যমেন নাককে ছোট করার মাধ্যমে সতৌন্দর্য্যবর্ধন কথিবা স্তনদ্বয়কে ছোটকরণ কথিবা বড়করণের মাধ্যমে সতৌন্দর্য্যবর্ধন। অনুরূপভাবে ফসেলফিট সার্জারি করা, ইত্যাদি।

এ ধরণের সার্জারির আবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় কোন কারণ নাই। বরঞ্চ এতে সর্বোচ্চ যা রয়েছে তা হলো আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা এবং মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও খয়োলখুশমিতো এতে অনর্থক পরিবর্তন করা। এ কারণে এটি হারাম; যা করা নাজায়যে। যহেতু এটি আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তাঁর পরিবর্তে তারা দবৌরই পূজা করে এবং বদিরহৌ শয়তানরেই পূজা করে; আল্লাহ যাকে লানত করছেন এবং যবে বলে: আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মথিয়া বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশে দবে; ফলে তারা পশুর কান ছদির করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশে দবে, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।”[সূরা নসি, আয়াত: ১১৭-১১৯]

আরও জানতে পড়ুন: শাইখ মুহাম্মদ আল-মুখতার আশ-শানক্বতিরি রচতি “আহকামুল জরিহাত আত-তবিয়া”।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: কসমটেকি সার্জারি করা সম্পর্কে এবং এই জ্ঞান শকিয়া করা সম্পর্কে? জবাবে তিনি বলেন: কসমটেকি সার্জারি দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যবে সার্জারি কোন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে ঘটতি ত্রুটি দূর করে। এতে কোন অসুবিধা নাই, গুনাহ নাই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনকৈ ব্যক্তিকে একটি স্বর্ণের নাক গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন; যার নাকটি যুদ্ধকালে কাটা পড়ছিল।

দ্বিতীয় প্রকার: যবে সার্জারি অতিরিক্ত, যটেকি কোন ত্রুটি দূর করার জন্য নয়; বরঞ্চ সতৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার জন্য। এটি হারাম, নাজায়যে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ নারীদেরকে লানত করছেন যবে ভ্রু প্লাক করে, যার ভ্রু প্লাক করা হয়, যবে পরচুলা লাগানোর কাজ করে, যাকে পরচুলা লাগানো হয়, যবে উল্কি অঙ্কনের কাজ করে এবং যাকে উল্কি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করানো হয়। যহেতে এগুলো কোন ত্রুটি দূর করার জন্য করা হয় না; বলাসী সতৌন্দর্যবর্ধনে করা হয়।

পক্ষান্তরে যে ছাত্রের পাঠ্য সলিবোসে কসমটেকি সার্জারি সাবজেক্ট রয়েছে; সেই সাবজেক্টটি পড়ায় তার গুনাহ হবে না।
কিন্তু হারাম অবস্থাগুলোর ক্ষেত্রে সে এই জ্ঞানকে প্রয়োগ করবে না। বরং কডে তাকে করতে বললে সে তাকে এটি
বর্জন করার উপদশে দিবে। যহেতে এটি হারাম। হতে পারে উপদশেটি যদি কোন ডাক্তারের মুখ থেকে আসে তাহলে সেটি
মানুষের মনে বেশেদিগ কাটবে।[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৪/৪১২)]

উত্তররে সারাংশ:

যদি নাকরে মধ্যে কোন ত্রুটি থাকে কিংবা কোন বকৃতি থাকে এবং এই সার্জারির মাধ্যমে সেই ত্রুটি দূর করা উদ্দেশ্য হয়
তাহলে এতে কোন আপত্তি নাই।

আর যদি নিছক সতৌন্দর্যবর্ধনের জন্য হয় তাহলে এই সার্জারি করা জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।